ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড,

সংক্রান্ত প্রায়শঃ জিজ্ঞাসিত

প্রশ্নাদির উত্তর

ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক

ওয়েবসাইটঃ www.bangladeshbank.org.bd

জুলাই, ২০১২

এই প্রচারপত্রের ভাষ্য প্রাসঙ্গিক বিধিব্যবস্থাদির সংক্ষিপ্ত সরলীকৃত বর্ণনাঃ অনুসরনীয় মূল নির্দেশনার জন্য ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড রুলস(১৯৮১), ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড রুলস (২০০২), ইউ.এস. ডলার ইনভেষ্টমেন্ট বন্ড রুলস (২০০২) এবং তৎপরবর্তী প্রজ্ঞাপন/বন্ড সংক্রান্ত পরিপত্রগুলো দ্রষ্টব্য

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড সংক্রান্ত প্রায়শঃ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাদি/
Frequently Asked Questions(FAQ) এর উত্তর

১. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কি?

উত্তরঃ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড হ'ল বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় বন্ড।

২. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কি উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে?

উত্তরঃ বিদেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিকগণকে তাদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অধিকতর লাভে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ১৯৮১ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড নামক সঞ্চয় বন্ড প্রবর্তন করেছে।

৩. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কারা ক্রয় করতে পারে?

উত্তরঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নারগণ নিজ নামে বা আবেদনপত্রে উল্লিখিত তার মনোনীত ব্যক্তির নামে অথবা দেশে প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার বেনিফিসিয়ারীর নামে এ বন্ড ক্রয় করা যায়।

তাছাড়া বিদেশে লিয়েনে কর্মরত বাংলাদেশী সরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও এ বন্ড ক্রয় করতে পারেন।

৪. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের বেনিফিসিয়ারী কাকে বলে?

উত্তরঃ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের ক্ষেত্রে বেনিফিসিয়ারী হচ্ছে ওয়েজ আর্নার নিজে অথবা ওয়েজ আর্নার কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যার নামে ওয়েজ আর্নার রেমিটেন্স প্রেরণ করে ।

৫. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কত বছর মেয়াদী?

উত্তরঃ এ বন্ড পাঁচ(৫) বছর মেয়াদী।

৬. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কি পুন:বিনিয়োগযোগ্য ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, মেয়াদপূর্তির পর নগাদায়ন না করলে এ বন্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুন:বিনিয়োগযোগ্য ।

৭. স্বয়ংক্রিয় পুন:বিনিয়োগযোগ্য কি?

উত্তরঃ বন্ডের মেয়াদ পূর্তির পর বন্ড ধারক যথাসময়ে বন্ড নগয়াদন করতে না পারলে বন্ডের মূল অর্থ পরবর্তী পাঁচ(৫) বছরের জন্য পুন:বিনিয়োগকৃত হিসাবে বিবেচিত হয় ।

৮. ওয়েজ বন্ড কতবার পুন:বিনিয়োগযোগ্য?

উত্তরঃ বন্ড নগদায়ন না করা পর্যন্ত পুন:বিনিয়োগযোগ্য।

৯. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ক্রয়ের অর্থ কিভাবে পরিশোধ করা যায়?

উত্তরঃ ওয়েজ আর্নার কর্তৃকবিদেশ হতে প্রেরিত এবং তারএফ.সি একাউন্টে জমাকৃত অর্থ দ্বারা বন্ডের ক্রয়মূল্য পরিশোধ করা যায়। তাছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার চেক, ড্রাফট বা প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকা ড্রাফট-এর মাধ্যমে বন্ডের মূল্য পরিশোধ করা যায় ।

১০. কিভাবে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ক্রয়ের আবেদন করতে হয়?

উত্তরঃ বাংলাদেশেরতফসিলি ব্যাংকের এডি শাখাসমূহে এবং বাংলাদেশী কোন ব্যাংকের বিদেশস্থ শাখা অথবা তাদের আওতাধীন বিদেশে কার্যরত এক্সচেঞ্জ কোম্পানীসমূহে বন্ড ক্রয়ের আবেদনপত্র ডিবি-১ ফরম পূরণ ও স্বাক্ষর করে বন্ড ক্রয়ের আবেদন করা যায় ।

১১. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের আবেদনপত্র ডিবি-১ ফরম কি ক্রয় করতে হয়?

উত্তরঃ না, ডিবি-১ ফরম বন্ডের ইস্যু অফিসগুলোতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

১২. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের আবেদনপত্র ডিবি-১ ফরম কি ক্রয় করতে হয়?

উত্তরঃ না, ডিবি-১ ফরম বন্ডের ইস্যু অফিসগুলোতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

১৩. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড যে অফিস থেকে ক্রয় করা হয় সেখান থেকেই কি নগদায়ন, মুনাফা উত্তোলন এবং পুনঃবিনিয়োগ করা যায়?

উত্তরঃ হ্যাঁ, এ বন্ডের ইস্যু অফিসই এর প্রদানকারী অফিস(Paying Office)হিসাবে গণ্য হয় । তবে বিদেশ থেকে বন্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে আবেদনপত্রে বাংলাদেশে প্রদানকারী অফিসের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং উক্ত প্রদানকারী অফিসের মাধ্যমে বন্ডনগদায়ন, মুনাফা/সুদ উত্তোলন এবং পুনঃবিনিয়োগ করা যায়।

১৪. বিদেশস্থ ইস্যু অফিস থেকে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ক্রয় করা হলে সেখান থেকেই কি নগদায়ন, মুনাফা উত্তোলন এবং পুনঃবিনিয়োগ করা যায়?

উত্তরঃ না, বিদেশস্থ ইস্যু অফিস থেকে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড নগদায়ন, মুনাফা/সুদ উত্তোলন এবং পুনঃবিনিয়োগ করা যায় না। তবে, বিদেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি তার আবেদনপত্রে উল্লিখিত বাংলাদেশস্থ প্রদানকারী ব্যাংকে (Paying Office) প্রয়োজনীয়

কাগজপত্র প্রেরণ করে উক্ত বন্ড নগদায়ন, মুনাফা উত্তোলন এবং পুনঃবিনিয়োগ করার সুযোগ পাবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অর্থ বন্ড ধারকের আবেদন মোতাবেক এফ.সি একাউন্ট অথবা এফটিটি/এফডিডি এর মাধ্যমে বিদেশে ফেরৎ নেয়ার সুযোগ পাবেন।

১৫. বর্তমানে কোন কোন মুল্যমানের ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড স্ক্রিপ চালু রয়েছে?

উত্তরঃ বর্তমানে ০৫ ধরণের,যথাঃ ২৫০০০/-; ৫০,০০০/-; ১,০০,০০০/-; ২,০০,০০০/-; ৫,০০,০০০/-; ১০,০০,০০০/- এবং ৫০,০০,০০০/- টাকা মূল্যমানের ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের স্ক্রিপ চালু আছে।

১৬. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের কোন ক্রয় সীমা আছে কিনা?

উত্তরঃ না, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে কোন ক্রয় সীমা নাই। বিনিয়োগকারী যে কোন অংকের বন্ড ক্রয় করতে পারে।

১৭. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ কি কর মুক্ত?

উত্তরঃ হ্যাঁ, এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ আয়কর মুক্ত।

১৮. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফার হার কত?

উত্তরঃ বর্তমানে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড পাঁচ(৫) বছর মেয়াদ শেষে নগদায়ন করলে মুনাফার হার ১২.০০% (ষান্মাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে)।

১৯. এ ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হার বলতে মূলতঃ কি বুঝায়?

উত্তরঃ মেয়াদপূর্তির পূর্বে মুনাফা উত্তোলন না করে মেয়াদপূর্তির পরনগদায়ন করলে এ বন্ডে ছয় মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা দেয়া হয় ।

২০. মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগয়াদন করলে মুনাফার হার কত ?

উত্তরঃ বন্ড ক্রয়ের তারিখ হতে ৬ মাসের পূর্বে নগয়াদন করলে কোন মুনাফা দেয়া হয় না ।

৬ মাস পর কিন্তু ১ বছরের পূর্বে মুনাফার হার = ৮.৭০% (৬ মাসের জন্য)

১ বছর পর কিন্তু ১$^{১}/_{২}$বছরের পূর্বে মুনাফার হার = ৯.৪৫% (১ বছরের জন্য)

১$^{১}/_{২}$বছর পর কিন্তু ২ বছরের পূর্বে মুনাফার হার = ১০.২০% (১$^{১}/_{২}$ বছরের জন্য)

২ বছর পর কিন্তু ৫ বছরের পূর্বে মুনাফার হার = ১১.২০% (৪$^{১}/_{২}$বছরের জন্য)

৫ বছর পূর্তিতেমুনাফার হার = ১২%

২১. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফার উপর কি আয়কর দিতে হয় ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, এ বন্ডে অর্জিত মুনাফার উপর ৫% হারে উৎসকর কর্তনযোগ্য ।
(যা ০১/০৭/২০১১ তারিখ হতে ক্রয়কৃত বন্ডের ক্ষেত্রে কার্যকর) ।

২২. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফার অর্থ দ্বারা কি পুনরায় বন্ড ক্রয় করা যায় ?

উত্তরঃ না, এ বন্ডের মুনাফার অর্থ দ্বারা পুনরায় ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ক্রয় করা যায় না ।

২৩. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কি যে কোন সময় নগদায়ন করা যায়?

উত্তরঃ হ্যাঁ, এ বন্ড যে কোন সময় নগদায়ন করা যায় ।

২৪. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের বিপরীতে কি ঋণ গ্রহণের সুবিধা আছে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড বাংলাদেশী তফসিলি ব্যাংকসমূহে জামানত রেখে দেশে ঋণ গ্রহণ করা যায় ।

২৫. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কি হস্তান্তরযোগ্য?

উত্তরঃ না, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড শুধু তফসিলি ব্যাংক সমূহে জামানত রেখে ঋণ গ্রহণ ব্যতিত হস্তান্তরযোগ্য নয় ।

২৬. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কি ডলারে ক্রয় করা যায়?

উত্তরঃ না, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ওয়েজ আর্নার কর্তৃক প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার সমমূল্য বাংলাদেশী টাকায় ক্রয় করা যায়।

২৭. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফা ও মূল অর্থ কি ডলারে প্রদান করা হয়?

উত্তরঃ না, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফা ও মূল অর্থ টাকায় প্রদান করা হয় ।

২৮. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফা ও মূল অর্থ কি বিদেশে ফেরৎ নেয়া যায়?

উত্তরঃ মেয়াদপূর্তির পর নগদায়ন করলে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মূল অর্থ সমমূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করে বিদেশে ফেরৎ নেয়া যায়। কিন্তু প্রাপ্ত মুনাফা বিদেশে নেয়া যায় না।

২৯. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের কি নমিনী মনোনয়ন করা যায়?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের ক্রেতা নমিনী মনোনয়ন করতে পারেন। তবে প্রতিটি বন্ড স্ক্রিপের জন্য একজনের বেশি নমিনী নিয়োগ করা যায় না ।

৩০. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের নমিনী বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ এ বন্ডের নমিনী হচ্ছে বন্ড ক্রয়কারী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি যে বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে বন্ডের মূল অর্থ, মুনাফা ও মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধা প্রাপ্য হবে ।

৩১. নমিনী কি বাতিল/পরিবর্তন করা যায় ?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ক্রেতা/বন্ডধারক তার মনোনীত নমিনীকে যে কোন সময় বাতিল/পরিবর্তন করতে পারে ।

৩২. নমিনী বাতিল/পরিবর্তন করার নিয়ম কি?

উত্তরঃ নমিনী বাতিল/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বন্ডধারককে বন্ডের ইস্যু অফিসে আবেদন করতে হয় ।

৩৩. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধা কি?

উত্তরঃ বন্ডের মেয়াদপূর্তির পূর্বে বন্ড ধারককের মৃত্যু ঘটলে তার ক্রয়কৃত বন্ডের উপর নমিনী মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধা প্রাপ্য হবে।

৩৪. মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধা পাওয়ার নিয়ম কি?

উত্তরঃ এ বন্ডের মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধা পেতে বন্ড ধারককের মৃত্যুর তারিখ হতে ০৬ মাসের মধ্যে নমিনীকে বন্ডের ইস্যু অফিসে আবেদন করতে হয় ।

৩৫. মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধার জন্য কি পরিমান আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়?

উত্তরঃ বন্ড ধারককের মৃত্যুতে তার ক্রয়কৃত বন্ডের ক্রয়মূল্যের(Face Value) ৪০% হতে ৫০% পর্যন্ত অর্থ মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধা হিসেবে প্রাদন করা হয়। উল্লেখ্য, মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা হ'ল ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা।

৩৬. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের বন্ড ধারক ও নমিনী উভয়ের মৃত্যু হলে সেক্ষেত্রে মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধার অর্থ কে পাবে?

উত্তরঃ বন্ড ধারক ও নমিনী উভয়ের মৃত্যু হলে বন্ড ধারকের বৈধ উত্তরাধিকারী(গণ) বন্ডের মূল অর্থ মৃত্যু-ঝুঁকি সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধার অর্থ পাবে ।

৩৭. ওয়েজ আর্নার/বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে বন্ডের অর্থ কিভাবে উত্তোলন করা যায়?

উত্তরঃ ওয়েজ আর্নার/বন্ড ধারকের মৃত্যু হলে নমিনী বন্ডের যাবতীয় প্রাপ্য অর্থ উত্তোলন করতে পারে ।

৩৮. বন্ডধারক স্বাক্ষর করতে অপারগ হলে বা শারীরিকভাবে পঙ্গু হলে বন্ডের মুনাফা ও মূল অর্থ কিভাবে উত্তোলন করা যায়?

উত্তরঃ বন্ড ধারক স্বাক্ষর করতে অপারগ হলে তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ গেজেটেডঅফিসার কর্তৃক প্রত্যায়ন করে এবং শারীরিকভাবে পঙ্গু হলে এর পক্ষে মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করলে বন্ডের মুনাফা ও মূল অর্থ প্রদান করা হয় ।

৩৯. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে কি ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করা হয়?

উত্তরঃ এ বন্ড হারিয়ে গেলেবাচুরি হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করা হয় ।

৪০. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে কি ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করা হয়?

উত্তরঃ এ বন্ড হারিয়ে গেলেবাচুরি হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করা হয় ।

৪১. ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর নিয়ম কি?

উত্তরঃ বন্ড হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে সাথে সাথে বিষয়টি প্রদানকারী অফিসকে(Paying Office)অবহিত করতে হয় এবং এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত নিয়ম পরিপালন করতে হয় ঃ-১। স্থানীয় থানায় জিডি এন্ট্রি করা ২। ইনডেমনিটি বন্ড সম্পাদন করা ৩। ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর ফি জমা দেয়া ।

৪২. নষ্ট ও বিকৃত বন্ডের ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর নিয়ম কি?

উত্তরঃ নষ্ট ও বিকৃত বন্ডের ক্ষেত্রে বন্ড ধারককে প্রদানকারী অফিসে আবেদন করতে হবে এবং ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর ফিসহ নষ্ট ও বিকৃত বন্ড জমা দিলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করা হয় ।

৪৩. নষ্ট ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করার জন্য কত দিন লাগে?

উত্তরঃ হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া বন্ডের বিপরীতে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর জন্য ০২ মাস সময় লাগে ।

৪৩. ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের ডুপ্লিকেট বন্ডের জন্য ফি কত?

উত্তরঃ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর ফি নিম্নরূপঃ-

২৫,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা মূল্যমানের প্রতি বন্ড স্ক্রিপের জন্য ১০০/-

২,০০,০০০/- থেকে ৫,০০,০০০/-টাকা মূল্যমানের প্রতি বন্ড স্ক্রিপের জন্য ২০০/-

১০,০০,০০০/- থেকে ৫০,০০,০০০/-টাকা মূল্যমানের প্রতিবন্ড স্ক্রিপের জন্য ৫০০/-

উল্লিখিত তথ্যের অতিরিক্ত কোন তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করুনঃ

মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৩০১৩১ ফ্যাক্সঃ ৯৫৩০২০৫